খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১৫ | ভাবনগর | জুন ২০২১
Vol. 13, No. 15 | BHĀBANAGARA | June 2021

প্রেমের চোর:
শ্রীধর বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর*, চট্টগ্রাম থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত

মাকোতো কিতাদা

কার্তিক নাচে দণ্ডমঞ্চে মন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ডের বিলাপ

Thief of Love:
Vidyasundara written by Sridhar, from Chattogram to Kathmandu

Makoto Kitada

Abstract

Vidyasundara is a romantic poem of Medieval Bangla literature. It is based on the love affair between princess Vidya and scholar poet and teacher Sundara. The origin of this literary legend is Chaurapanchashika composed in Sanskrit by 11th century Kashmiri poet Bilhana. It is in fact the self-interpretation of the poet's own love affair with princess Vidya whom Bilhana taught scholarly disciplines including Kamasutra. Bharatchandra Ray Gunakar, 18th century Bengali poet, wrote the most noted Bangla poetry on the love story of Vidya and Sundara and it was included in his *Annadamangala*. However, the catena of *Vidyasundara* continues long eras in the traditional course of Bangla literature.

Dwija Sridhar and Shah Birid Khan are two notable 16 century poets (probably the earliest) of this catena. They were patronized by the Muslim rulers of the then Gaura and Arakan kingdoms respectively. Their defective manuscripts were found in Chattogram, and there is a study written by Ahmad Sharif in 1957. Japanese researcher Makoto Kitada compared the texts of Sridhar and Shahbirid, found in Chattogram, with two Vidyasundar manuscripts found in Nepal. One is written in a mixture of Newari, Bengali and Devanagari scripts, while the other in Newari script. As the result of the comparative study, both turned out to be the work by Sridhar. This fact indicates that Bengali language once played an important role of lingua franca in a wide zone from Kathmandu to Arakan, under the cultural influence of Gaura. In his article, Makoto Kitada also includes his observation of the theater tradition in the village of Pharping located to the south end of the Kathmandu Valley, and points out a few interesting features common to the medieval Vidyasundar play.

Reading of the following article of Makoto will be inspiring for the researchers, scholars and students of Bangla literature and culture to explore more and more unveiled middle Bangla literary manuscripts still preserved with care in Nepal.

এগারো শতাব্দীর কশ্মীরী কবি বিল্‌হণ দ্বারা, নিজের সঙ্গে একজন রাজকুমারীর প্রেমে নিমগ্ন অতীত দিনগুলোর মধুর স্মরণ নিয়ে বিরচিত কবিতা "চৌর-পঞ্চাশিকা" (প্রেমের চোরের পঞ্চাশখানা পদ), সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের একটা অতুল্য রত্ন বলে অনেকে মনে করে।

কিংবদন্তি অনুসারে কবি বিল্‌হণ যখন যুবক বিদ্যার্থী ছিলেন, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের খোঁজে দেশে বিদেশে ঘুরছিলেন। একসময়ে এক দেশের মহারাজার কাছে থাকতেন। মহারাজা, এই যুবক অতিথির বিস্ময়জনক পাণ্ডিত্য দেখে, খুশি হয়ে, তাঁকে নিজের কন্যার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। যুবক বিদ্বান বিল্‌হণ সেদিন থেকে রোজ রোজ রাজকুমারীকে বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ান, যেমন বেদ উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্র, অর্থনীতি, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, নাট্যশাস্ত্র...। কিন্তু নাচগান, কবিতা শিখতে গেলে মানুষের ভাব অনুভাবের কথা না জানলে কোনও ভাল কাজ হয় না, প্রেম মহব্বতের কথা না বুঝলে, সৌন্দর্য জিনিসটা কি, বোঝা যাবে না। পুরাতন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মতে, মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, কামশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া অসম্পূর্ণ। সেই জন্য সেকালের বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষার কার্যক্রমের মধ্যে কামশাস্ত্রও একটা অনিবার্য বিষয় ছিল। তখন ভদ্রমানুষেরা, ভদ্রমহিলারা সবাই কামশাস্ত্র মন দিয়ে পড়ত।

শিক্ষক বিল্‌হণের মুখ থেকে কামসূত্রের বইয়ের ব্যাখ্যা শুনতেই রাজকুমারীর কৌতুহল উদ্দীপ্ত, ঔৎসুক্যটা দমন করা কঠিন। পরের দিনে শিক্ষক আসলেই ছাত্রীটি তাঁকে প্রলোভিত করতে শুরু করল। বলল যে, শাস্ত্র (theory)-র অধ্যয়ন তো হয়ে গেছে, এখন প্রায়োগিক (practical) অভ্যাস চাই। যৌবনসম্পন্ন সুমধ্যমা ছাত্রীর প্রগাঢ় আকর্ষণে, যুবক শিক্ষকের পক্ষে নিজেকে সংযত করা একান্ত অসম্ভব। এভাবে দুজনেই বিপথে (কামাসক্ত প্রেমে) পড়ে গেল। প্রতি রাতে জ্বলেছে প্রেমের আগুন। গোপনে জড়িত হল মহব্বতের লতাপ্রতানে।

এক সকালে রাজকুমারীর একজন দাসী কুমারীর গায় প্রেমে রতের চিহ্ন লক্ষ্য করে। মেয়েটির এখানে-ওখানে চুম্বনের চিহ্ন, নখক্ষতের ফুল ফুটছে, ম্লান বর্ণ চেহেরা, নিদ্রায় নিস্তেজ চোখ...। দাসীটি এই কথাটা মহারানিকে খবর দেয়। বিব্রত মহারানি

মহারাজার সাথে কথা বলতে যান। মহারাজা ক্রোধে জ্বলন্ত হয়ে অবিলম্বে এই পাপী শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিতে আজ্ঞা দেন। কোটালেরা এসে বিল্‌হণকে গ্রেফতার করে হাঁক দিতে দিতে দণ্ডমঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষণে কবি বিল্‌হণ হাঁটতে হাঁটতে প্রেমিকার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে শুরু করেন, প্রেমখেলার সুখ আনন্দের মিষ্টত্ব ও অস্থায়িত্ব, নিজের দুর্ভাগ্যের বিলাপ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঞ্চাশখানা কবিতা রচনা করে তা উচ্চ স্বরে গান করেন।

অদ্যাপি তাং কনক-চম্পক-দাম-গৌরীং ফুল্লারবিন্দ-বদনাং তনু-রোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদন-বিহ্বল-লালসাঙ্গীং বিদ্যাংপ্রমাদ-গলিতামিব চিন্তয়ামি॥

খ্রিষ্টীয় ১৮ শতাব্দীর বাঙালি কবি ভারতচন্দ্রের বাংলা অনুবাদে পাওয়া যায়:
এখনো সে কনকচম্পক-সুবরণী। তনুলোমাবলী ফুল্লকমল-বদনী॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বল-লালসা।প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা॥

এই ভাবেপ্রত্যেক গানের শুরুতে "অদ্যাপি" শব্দ (মানে "আজিও") রেখে পঞ্চাশটা পদ বেদনায় ভরা সুরে, একটার পর একটা গান করেন উপস্থাপন করতে থাকেন। এই পদগুলোর অতিশয় মাধুর্যে তাৎক্ষণিকভাবে দর্শনার্থীদের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠে। মহারাজার মনও মুগ্ধ হয় আর তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। অবশেষে মহারাজার মনও অনুকম্পায় বিগলিত হয়। তিনি তখন নিজের রাগটা ছেড়ে দেন। কবি বিল্‌হণ মুক্তি পান।

এই কিংবদন্তিটি ঐতিহাসিক সত্য কি অসত্য জানবার উপায় নেই। কিন্তু, এই পদগুলোর ভেতর থেকে প্রেমের সত্যিকার ভাবের প্রকাশ যে মধুবিন্দুর মত ক্ষরিত হয়ে, তা থেকে মনে হয়, এগুলো নিশ্চয়ই কবির নিজস্ব অনুভবে নির্ধারিত।

কবি বিল্‌হণ-এর এই রচনা 'চৌর-পঞ্চাশিকা' বাংলাভাষী এলাকাতে 'বিদ্যা-সুন্দর' (বিদ্যা-কুমারী ও সুন্দর-কুমারের প্রেমের কাহিনী)-র কাঠামোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আকারে প্রচারিত হয়েছে। যার কাহিনীটি এ রকম:

> এক রাজ্যে 'বিদ্যা' নামের রাজকুমারী ছিল। সে প্রচণ্ড সুন্দরী ও অতীব মেধাবী ছিল। এছাড়া, সে জ্ঞানে এতই চতুর ছিল যে পুরুষেরা কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারত না। তাছাড়া সে পুরুষদের দেখতে পছন্দ করে না। সব সময় অন্তঃপুরের ভেতরে লুকিয়ে থাকত। তাই লোকে তাকে ডাকত 'পুরুষবিদুষী' (পুরুষ সমান বিদ্বান মেয়ে), অথবা মাঝে মাঝে ডাকত 'পুরুষবিদ্বেষী'।
>
> অন্য দেশের রাজকুমার, যার নাম 'সুন্দর', খুব চালাক ও জ্ঞানী। বিদ্যা-কুমারীর সৌন্দর্য ও পণ্ডিত্বের খ্যাতি শুনে তাকে দেখা করার আশায় দূর দেশ থেকে ছ-মাসের দীর্ঘ ভ্রমণ করে বিদ্যার দেশে এসে পৌঁছায়। বিদ্যা-কুমারীর অন্তঃপুরের ভেতরে কোনো পুরুষের জন্য প্রবেশের কঠোর নিষেধাজ্ঞা। শুধু একজন মালিনী রাজকুমারীর কাছে মাঝে মাঝে ফুলমালা জোগাতে আসার

জন্য প্রবেশ অনুমতি পেত। সুন্দর-কুমার প্রথমে মালিনীকে খুঁজে পেয়ে দেখা করে। মালিনীর ভরসা পেয়ে তার সাথে বন্ধুত্ব করে তার বাড়িতে অবস্থান নিল। সে মালিনীর বাড়িতে বসে বসে রোজ ফুলমালা গাঁথে। মালিনী সুন্দরের গাঁথা মালাগুলো বিদ্যাকুমারীর কাছে নিয়ে যায়। একদিন সুন্দরকুমার চিঠি লিখে মালার ভেতরে গোপনভাবে রেখে দেয়। বিদ্যা সেই চিঠি পায়। এভাবেই দুজনের পরিচয় হল আর প্রেমের ভাব জন্ম নিল। কিন্তু সুন্দর যত মাথা ঘামাল না কেন বিদ্যার ঘরে পৌঁছে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পেল না। কুমার হতাশ হয়ে কালী দেবীর মন্দিরে গিয়ে একান্তচিত্তে প্রার্থনা করে। দেবী তার স্তবে প্রসন্ন হয়ে উপায় করে দেন। দেবীর প্রভাবে, তৎক্ষণাৎ মালিনীর ঘর থেকে বিদ্যাকুমারীর পলঙ্কের নীচ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ ফুটল। এমনভাবে দুজনের মিলন হল। এভাবেই মাসের পর মাস তাদের গোপন রহস্য-রতিরঙ্গের ফলে বিদ্যা গর্ভবতী হল। এক সময় মহারাজা তা জেনে যান। তিনি কোটালদের ডেকে পাপী চোর প্রেমিককে ধরতে হুকুম দেন। কোটালেরা সযত্ন তদন্তের শেষে গোপন সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে। সুন্দর-চোর ধরা পড়ল। নিষ্ঠুর কোটালেরা যখন চোরকে ধরে দণ্ডমঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে তখন যুবক চোর পথ যেতে যেতে শোক-ভরা স্বরে পঞ্চাশখানা পদ গান করে। কবিতার মাধুর্য মহারাজার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। সুন্দরকুমার মুক্তি পেল। মহারাজা নিজের কন্যার সাথে এই যুবক পণ্ডিতের বিবাহের অনুমতি দেন।

১৮ শতকের বিখ্যাত বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, বিদ্যা-সুন্দরের প্রেমের কাহিনীর আধার নিয়ে একটা কাহিনীকাব্য লিখে তা নিজের রচনা *অন্নদামঙ্গল*-এর ভেতরে সন্নিবেশ করেন। ১৯ শতকের বাঙালি পাঠকেরা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের লেখা পড়তে পছন্দ করত। আধুনিক কালেও আমরা, 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী বলতে গেলে, প্রায় তাঁর রচনাই পড়ি।

তা সত্ত্বেও, বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর-কহিনীর পরম্পরা সুদীর্ঘ। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়কালের কতিপয় কবিরা, প্রত্যেকে বিদ্যাসুন্দরে আধারিত বই লিখলেন। এই বইগুলোর মধ্যে সব চেয়ে পুরোনো হল ১৬ শতকের দুজন কবি—দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খান। নিম্নলিখিত ভাবে, দুজনেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান রাজা।[১]

মুসলমান কবি সাবিরিদ খান (খ্রিষ্টাব্দ ১৫১৭-৮৫) *বিদ্যাসুন্দর* গীতি-নাট্য (নাটগীতি[২])-র রচয়িতাদের একজন। তিনি আরাকান মুসলমান রাজত্বের দরবারী কবি ছিলেন। তৎকালের আরাকান শাসনকর্তারা বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদায়ক পৃষ্ঠপোষক ছিল। সাবিরিদ খান বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর*-এর পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে পাওয়া যায়। [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ৮১, পৃ ৮৪]

---

১ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৭-১৮ শতাব্দী : পৃ. ২৮০-২৮২

২ [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১০১]

গবেষক আহমদ শরীফের [শরীফ ১৯৫৭] মতে, দ্বিজ শ্রীধর (খ্রিষ্টাব্দ ১৫২০-৩২) আসলে *বিদ্যাসুন্দরের* প্রথম বাঙালি কবি ছিলেন। দ্বিজ শ্রীধর গৌড়-দেশের শাসক হোসেন শাহী রাজবংশের ফিরোজ শাহ (খ্রিষ্টাব্দ ১৫৩২)-এর দরবারী কবি ছিলেন। উল্লেখ্য, শ্রীধর বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর* গীতি-নাট্যের পাণ্ডুলিপিও চট্টগ্রামে পাওয়া যায়। আহমদ শরীফ অনুমান করেন যে, শ্রীধরের *বিদ্যাসুন্দর* গীতি-নাট্যের রচনার কাজ সেই কালে হল যখন ফিরোজ শাহ রাজকুমার ছিলেন, আর গৌড়-দেশে থাকতেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের বাবা নুসরত শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রি.) আরাকানে আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই কারণে আহমদ শরীফের মতে, শ্রীধরের পক্ষেও পূর্ব অঞ্চলের (আরাকান, চট্টগ্রাম) সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। শরীফের মতে, সাবিরিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর* বই, শ্রীধরের বইয়ের ভিত্তিতে বিরচিত। দুজন লেখকের বইর তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলে, দুটো বইয়ের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। উদাহরণঃ

শ্রীধরের *বিদ্যাসুন্দর* [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১২৯, ll. 14ff]
আমি জান শুন কহি বিদেশী কুমার।
দ্বিজের তনয় আমি পণ্ডিত সংসার॥
কোতুকে আইলুঁ আমি তোমার নগর।
কে আছে পণ্ডিত এথা করিতে বিচার॥
অন্তগত হেন দেখি এহি দিবাকর।
বিশ্রাম করিতে দেঅ আমা তোমার ঘর॥
পালহ বচন মোর শুন সুলোচনী।
আজুএ তোমার ঘরে দেঅ বাসাখানি॥

সাবিরিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর* [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১১২, ll. 11ff]
আহ্মা জান বৈদেহি নিশ্চিত।
দ্বিজবর তনয় পণ্ডিত॥
পাঠ পঢ়ি ভ্রমিএ নগর।
পণ্ডিতালি করিতে বিচার॥
বেলি শেষে অস্ত যায় সুর।
বাসাখানি মাগি তোহ্মা পুর॥
পালহ বচন সুনয়নী।
প্রেম চিত্তে দেঅ বাসাখানি॥

আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

শ্রীধরের *বিদ্যাসুন্দর* [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১২৫]
জগত বিদিতা হের উজানি নগরী।
তাহাতে প্রচণ্ড রাজা বিক্রমকেশরী॥

পুরুষ-বিদ্বেষী বিদ্যা রাজার কুমারী।
তেকারণে কুমার তোমাকে পরিহরি॥
বিদেশী কুমার হের তোমাকে বুঝাই।
রাজার কুমারে বাসা দিতে ভয় পাই॥
যেবা 'নাগ' আছে জান দুষ্ট কোতোয়াল।
প্রতিদিন ঘর দুয়ার করন্ত বিচার॥
পরদেশী পরবাসী যার ঘরে পাএ।
আপনে করিআ শাস্তি রাজাক জানাএ॥

সাবিরিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর* [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১১৩, ll. 7ff]
উজানি নগর নাম বিদিত ভুবন।
বিক্রমকেশরী নাম প্রচণ্ড রাজন॥
পরম বিদুষী বিদ্যা তাহার কুমারী।
তা লাগি মনের ভীতে তোহ্মা পরিহরি॥
বিদেশী-কুমার হের তোহ্মাক বুঝাই।
নৃপতি দুর্বার বাসা দিবারে ডরাই॥
'নাগরঙ্গ' নাম সে এ-রাজ্য কোতোয়াল।
নিতি প্রতি প্রজা ঘর করএ বিচার॥
ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পাএ।
আগে শাস্তি করি পিছু রাজাক জানাএ॥

এই তুলনায় স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাবিরিদ খানের বই, শ্রীধরের বইতে নির্ধারিত। অথবা, এও হতে পারে যে, সাবিরিদ খান আর শ্রীধর হয়তো দুজনেই তৃতীয় কোনো একটা পুরানো *বিদ্যাসুন্দর*-বইতে নির্ধারিত আখ্যান অনুসরণ করেছিলেন। আজ কিন্তু, সেই পুরানো বই হারিয়ে গেছে। আমাদের হাতে শুধু সাবিরিদ খান ও শ্রীধরের বইগুলো বিদ্যমান। দুটো আনুমানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটা সঠিক, বলা কঠিন।

শোচনীয় কথা তো এই যে, দ্বিজ শ্রীধরের পাণ্ডুলিপি ও সাবিরিদ খানের পাণ্ডুলিপি উভয়েই চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে, উভয়েই মাঝখানে খণ্ডিত। অনেক পত্র বিলুপ্ত। চট্টগ্রাম থেকে শ্রীধরের দুটো পাণ্ডুলিপি পাওয়া, একটাতে ৯ পাতা, আরেকটাতে শুধু ১ পাতা। ৯ পাতার পাণ্ডুলিপিটাতে মাঝখানের পত্র সংখ্যা ৮ থেকে ২৭ বিলুপ্ত, আর শেষের ভাগটাও নেই। তার মানে হচ্ছে, *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনীর আরম্ভের ভাগটা শুধু, আর পেছনের ছোট একটা ভাগ শুধু বিদ্যমান। অন্যদিকে, সাবিরিদ খানের একমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, যাতে কাহিনীর আরম্ভের ৮টি মাত্র পাতা। গোটা কাহিনীর অবস্থা কি রকম ছিল, জানার উপায় নেই।

"ভাবনগর"-এর আগের সংখ্যাতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ "নেপালের নাটক পরম্পরা ও বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*"-এ, আমি বর্ণনা করে দিয়েছিলাম যে নেপালের কাঠমাণ্ডু-উপত্যকাতে মধ্যযুগের মল্ল-রাজত্বকালীন নাটকের বহুসংখ্যক পুথি সংরক্ষিত আছে,

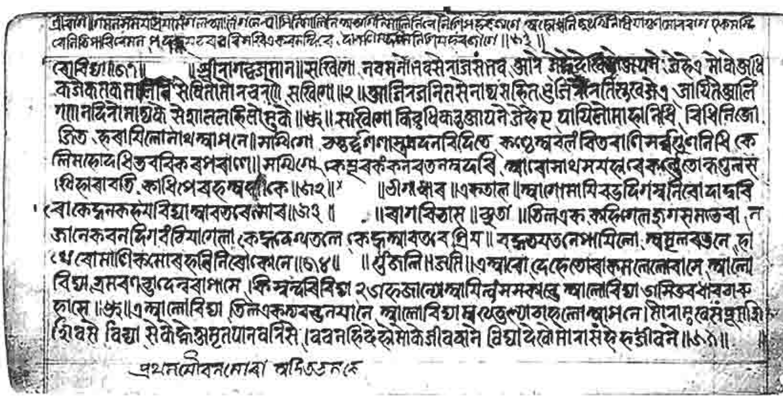

National Archives of Nepal-এ সংরক্ষিত *বিদ্যাবিনোদনাটক*-এর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

যার মধ্যে কয়েক বাঙলা নাটক। আসলে, নেপালেও *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনী মধ্যযুগে খুব জনপ্রিয় ছিল। এর কাহিনী নির্ভর কয়েকটা নাটকের পুথি নেপালে পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে, একটা পুথির নাম 'বিদ্যাবিনোদনাটক'। 'বিদ্যাবিনোদনাটক'-এর একদম শেষের ভাগে একটা ভণিতা আছে, যাতে লেখক কবির নাম 'দ্বিজ শ্রীধর' পাওয়া যায়, আর তার পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম "পিরোজ সাহ" (অর্থাৎ ফিরোজ শাহ্)-ও পাওয়া যায়।

নেপালী পুথি 'বিদ্যাবিনোদনাটক'-এ ভণিতায় লেখা রয়েছে:

> শ্রুতান নসির তনয়ে, ভোগ পুরন্দর, মেদিন মদনে,
> রাজা শ্রী পিরোজ সাহ জানে, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ পরমানে॥

'শ্রুতান নসির' অর্থাৎ ফিরোজ শাহের বাবা সুলতান নুসরত শাহ্।

এখন দেখুন, চট্টগ্রামে পাওয়া পুথির ভণিতা কি রকম লেখা:

> রাজা শ্রী পেরোজ সাহা রসিক সুজান।
> দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ॥
> [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১২৯]
>
> নৃপতি নসির সাহার নন্দনে।
> ভোগ পুরে মেদনি মদনে॥
> রাজা শ্রী পেরোজ সাহা জান।
> ছিরিধর কবিরাজ ভাণ॥"
> [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ১৩৩]

শুধু ভণিতায় নয়, মূলপাঠেও অনেক মিল লক্ষ করা যায়। আমি উপরে দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খানের যে লাইনগুলোর তুলনা করে রেখেছি, এবার সেগুলোর সাথে নেপালী *বিদ্যাবিনোদনাটক*-পুথির তুলনা করি, যেমন—

(পাণ্ডুলিপি থেকে মূলপাঠ উদ্ধৃত করার সময় প্রথমে পুথিগত নেওয়ারী লিপির লেখাটা ইংরেজি অক্ষরে অনুলিপি দিচ্ছি, তারপরে বাংলা অক্ষরে অনুলিপি। নেওয়ারী-মাতৃভাষী লিপিকরদের দ্বারা বাংলা পাণ্ডুলিপি কপি করায় মাঝে মাঝে বাংলা শব্দের বানান ভুল করেছে। সেগুলোকে, আমার বাংলা-অক্ষর অনুলিপিতে বাঙালি পাঠকদের সুবিধার জন্য সঠিক করার চেষ্টা করেছি।)

// dhanāśrī, // māna jati //
ahme hoyiyā vaideśī kumāre, mālini ramge āyilo ujoni nagare, ā ro mālini 2 /
astamgata hailo divākare, mālini āju vāśā livo tora ghare, ā ro mālini //
pālaha vacana sulocane, mālini, nija punya deho vāsā-khandi lo ā lo mālini, //
avelālo atithi pāyiyā mālini vāsā deho dharama cintiyā lo he mālini //
eta tatva tuhme ke vujhāyi, mālini, ahme upekhite na juvāyilo ā lo mālini //dhru//
ratana amguli e kare, mālini, ramdhana bhojana sāja karo he mālini //17//

॥ ধনাশ্রী॥ মান জতি॥
অহ্মে হয়িয়া বৈদেশী কুমারে, রংগে আয়িলো উজোনি নগরে, আ রো মালিনি ২।
অস্তংগত হৈলো দিবাকরে, মালিনি আজু বাসা লিবো তোর ঘরে, আ রো মালিনি॥
পালহ বচন সুলোচনে, মালিনি, নিজ পুণ্য দেহো বাসা-খণ্ডি লো আ লো মালিনি॥
অবেলালো (= অবেলার) আতিথি পায়িয়া মালিনি বাসা দেহো ধরম চিন্তিয়া লো হে মালিনি।
এত তত্ত্ব তুহ্মে কে বুঝাই, মালিনি, অহ্মে উপেক্ষিতে ন জুবায়িল (= জুওয়াইল) আ লো মালিনি॥ ধ্রু॥
রতন অংগুলি এ করে, মালিনি, রন্ধন ভোজন সাজ করো হে মালিনি ১৭॥

পরের উদাহরণটা -

//rāga deśākha // eka tāla gandala //
āre, jagata vidita hero, ujayanī nagarī rājā paracanda tathi vikramakeśarī 2
purusa-vidusi vidyā rājāro kumārī, te kārane ā he kumara tuhme parihari //dhru//

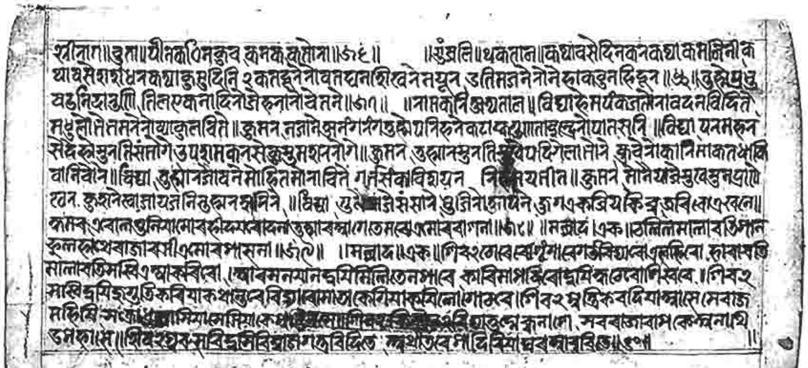

National Archives of Nepal-এ সংরক্ষিত বিদ্যাবিনোদ নাটক-এর পাণ্ডুলিপির আরেকটি পৃষ্ঠা

vaideśi kumara hero tuhmāke vujhayi, rājā durubāra vāsā divā-ke darāyi //
āre, je vā nagara camga āche kotavāre, pati ghara samāyiyā se karayi vicāre //
paradeśi paravāsi jāra ghara pāyi, āpane kariyā śāsti rājā-ke janāyi //18//

॥ রাগ দেশাখ॥ একতাল গণ্ডল॥

আরে, জগত বিদিত হের, উজয়নী নগরী। রাজা প্রচণ্ড তথি বিক্রমকেশরী ২
পুরুষবিদুসি বিদ্যা রাজারো কুমারী। তেকারণে আহে কুমর তুহ্মে পরিহরি॥ধ্রু॥
বৈদেশি কুমর হেরো তুহ্মাকে বুঝয়ি। রাজা দুরুবার বাসা দিবাকে ডরাই॥
আরে যে বা নগর চংগ আছে কোটবারে। পতি ঘর সমায়িয়া সে করয়ি বিচারে॥
পরদেশি পরবাসি যার ঘর পায়ি। আপনে করিয়া শাস্তি রাজাকে জনায়ি॥

নেপালী পুরাতত্ত্ব অভিলেখালয় (কাঠমাণ্ডু)-তে 'বিদ্যাবিনোদনাটক'-এর দুটো পুথি পাওয়া যায়। একটা পুথি কাঠমাণ্ডু (=কান্তিপুর)-র রাজা শিবসিংহ (১৫৯৭-১৬১৯ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে উৎপাদিত। শিবসিংহ নেপাল সংবত ৭১৮ (=১৬০৬ খ্রি.)-এ ললিতপুরের রাজা পুরন্ধরসিংহকে জুদ্ধে পরাজিত করে, ললিতপুর বিজয় করে। তার প্রশংসা এই পুথির শুরুর ভাগে পাওয়া যায়। এই নাট্যগীতির মূলপাঠ সব পদ্য।

আরেকটা পুথি, প্রায় অর্ধশতক পরে, ভক্তপুরের দুজন ভাই রাজা ত্রৈলোক্য মল্ল ও ত্রিভুবন মল্ল (১৫৬১-১৬১৩ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে উৎপাদিত। এই পুথিতে নাটকের নাম 'বিদ্যাবিলাপনাটক' রাখা আছে, নাটকটা কিন্তু একই।

উল্লেখ্য, নেপালী পাণ্ডুলিপি দুটো অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে নেপালী পাণ্ডুলিপির সাহায্য নিয়ে চট্টগ্রামের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিগুলোর বিলুপ্ত জায়গাগুলো পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে।[৩]

এই পুথিতে পদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের কথোপকথন দেওয়া আছে। এই পুথির লিপিকর শ্রীধরের নাট্যগীতি থেকে পদ্যগুলো উদ্ধৃত করায় সন্তুষ্ট হয়নি, প্রত্যেক গদ্যের সরল মানেটা নিজের হাতে গদ্য কথোপকথনের আকারে তৈরি করে জড়িত করে লিখেছেন বলে মনে হয়।

উদাহরণ: (পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি)

// ahe prāṇeśvarī, koṭāra vedhilo, ekhane ki upāya kalivo,, hari2 he prāṇeśvarī suno, //

he prāṇeśvara kaho, //

সুন্দর কুমার : আহে প্রাণেশ্বরী, কোটাল বেধিলো, এখনে কি উপায় করিবো, হরি হরি, হে প্রাণেশ্বরী সুনো।

বিদ্যা কুমারী : হে প্রাণেশ্বর কহো।

৩ যদিও চট্টগ্রামের পুঁথিগুলো আর নেপালের পুঁথিগুলোর মধ্যে মূলপাঠে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলো অর্থাৎ মূলপাঠের পরিবর্তন কেন ঘটল তাও একটা বড় জটিল প্রশ্ন মনে হচ্ছে।

// saya sthita kailo cora, koṭāra vedhiyā pure, / hama laiyo vada adhāntare, // <Song 107b>
// ahe prāṇeśvarī, koṭāla vedhilo, hamāra, avasya, avasthā haye, he prāṇeśvarī suno, //
prāṇeśvara dhirja karo, //

(পদ্য) শয় স্থিত কইলো চোর, কোটাল বেধিয়া পুরে। হম লৈয়া বড় অধান্তরে॥ (গান ১০৭)

(গদ্য কথোপকথন)
সুন্দর : আহে প্রাণেশ্বরী, কোটাল বেধিলো, হমার অবশ্য অবস্থা হয়, হে প্রাণেশ্বরী সুনো।
বিদ্যা : প্রাণেশ্বর, ধীর্য করো।

sampurṇṇa hoyilo kāla, vāhire ḍāke koṭavāla, / janma moke deho āliṃgaṇe, //
cha-māsero paṃtha hailo, āsiyā mililo tote, / yethi vidhi hoyilo mora vāme, //
bhujiro saṃsāra sukha, eka mana lāge duḥkha / tuhme mane nahi darasane, // <Song 107c>

// ahe prāṇeśvarī, tumāra nimitya, ame, cha māsa patha haiyā, āsiyā, tumāke mirilo, amāla, ekhane kāla sampurṇṇa hailo, tave tumāra sane, darasana nahi hoye, eka vāra amāke, āliṃgana, madhu pāna deho, //

(পদ্য)
সম্পূর্ণ হোয়িলো কাল, বাহিরে ডাকে কোটবাল। জন্ম মোকে দেহো আলিঙ্গনে॥
ছ-মাসের পন্থ হৈলো, আসিয়া মিলিলো তোতে। এহি বিধি হোয়িলো মোর বামে॥
ভুজিলো সংসার সুখ, এক মন লাগে দুঃখ। তুহ্মে মনে নহি দরসনে॥ <গান ১০৭>

(গদ্য কথোপকথন)
সুন্দর : অহে প্রাণেশ্বরী, তুমার নিমিত্তে আহ্মে ছ-মাস পথ হৈয়া আসিয়া, তুমাকে মিলিলো, আহ্মার, এখনে কাল সম্পূর্ণ হইলো, তবে তুমার সনে দরশন নহি হয়, একবার আমাকে, আলিঙ্গন, মধুপান দেহো।
এখানেই উদ্ধৃতির শেষ করে আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

মোট কথা হল দেখা যায় যে, কবি সাবিরিদ খান নিজের *বিদ্যাসুন্দর*-রচনাকে "গীতিনাট্য" বলে ডাকেন। [শরীফ ১৯৫৭ : পৃ ৯২] দ্বিজ শ্রীধর তো রচনার আরম্ভে "পদবন্ধ রচনা করে গীতিরূপে গাইব" লেখেন। আহমদ শরীফের মতে [পৃ ৯২], শ্রীধরের রচনাও গীতিনাট্য। তাহলে এখন প্রশ্নহলো এই রচনা, 'গীতিনাট্য' হোক বা পদপ্রবন্ধ-গীতি হোক, কীভাবে প্রদর্শন হত?

শ্রীধরের রচনা পুরোটাই পদ্যে লেখা। সেই অবস্থা দেখলেও এই প্রশ্নকে উত্তর দেওয়া কঠিন। সত্যই কি অভিনেতারা নাট্যমঞ্চে প্রস্তুত হয়ে এই গদ্য-রচনাটাকে অভিনয় করে দেখাত? অথবা শুধু একজন পাঠকই কি শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ করত? 'গীতিনাট্য' আসলে 'নাট্যের মত গীতি' নাকি? অর্থাৎ, কাহিনী-কাব্যকে গলার স্বরের উঠানামা, হাত-মুখের বিভিন্ন অভিনয়ে নাড়াচাড়া দিয়ে আবৃত্তি নাকি?

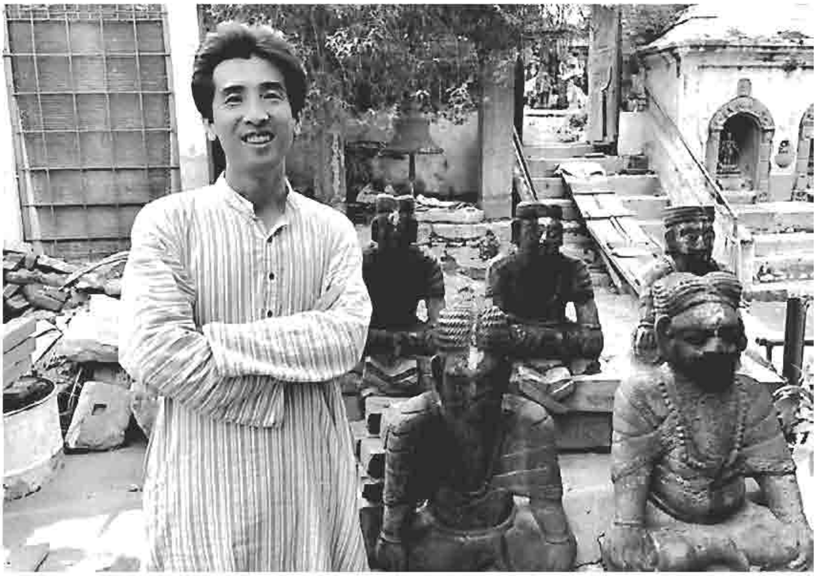

নেপালের কাঠমান্ডু শহরে ভক্তপুরে গবেষক মাকোতো কিতাদা

অন্যদিকে, নেপালে পাওয়া দ্বিতীয় পুথি 'বিদ্যাবিলাপনাটক'-এ, এ কথা সুস্পষ্ট যে, অভিনেতারা নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করে, প্রথমে পদ্যগুলোর আবৃত্তি করত, সঙ্গে সঙ্গে গদ্য কথোপকথনগুলোও অভিনয় করে দেখাত। এটা সত্যিকারের নাটকপ্রদর্শন। বোধ হয়, তখনকার কাঠমান্ডু-উপত্যকা-বাসী দ্রষ্টাদের মধ্যে অনেকে পুরনো বাংলা পদ্যের কঠিন ভাষা ঠিকমত বুঝতে পারত না, তাদের জন্যেই নাটকের পরিচালকেরা নতুন ও সরল বাংলা ভাষা দিয়ে গদ্যরূপে একই অর্থের কথোপকথন তৈরি করেছে। অভিনয় আর সরল কথাবার্তা দুটোই মিলে ব্যাখ্যার কাজও হয়ে যেত বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য যে, সে কালের কাঠমান্ডু উপত্যকায়, নাট্যদ্রষ্টারা অধিকাংশই নেওয়ারী ছিল, তাছাড়া অভিবাসী বাঙালিরাও ছিল, আর অভিবাসী মৈথিলীরাও। সবারই বাংলা ভাষা জানা বটে, কিন্তু বাংলা সবার মাতৃভাষা ছিল বলে তো মনে হয় না। কাঠমান্ডু উপত্যকা, যে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে যাওয়া রাস্তায় পড়ে, সে ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক একটা মহত্ত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল তখন কালে।

বাংলা সাহিত্যের ফরাসি বিশেষজ্ঞ থিবো দুবের (Thibaut d'Hubert), আরাকানি কবি সৈয়দ আলাওলের সম্বন্ধে লিখিত নিজের বইতে একটা অনুমান পরামর্শ করেন যে, মধ্যকালীন দক্ষিণ-এশিয়া উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলগুলোতে, বাংলা, মৈথিলী, ব্রজবুলি এই তিনটে ভাষাকে lingua franca-র রূপে প্রয়োগ করে, একটা বিরাট সাংস্কৃতিক সংযোগ বিদ্যমান ছিল। এতে সম্পর্কিত অঞ্চলসমূহ ছিল বিশাল পরিসরে

কার্তিক নাচের একটি দৃশ্য: মন্ত্রী স্ত্রীবেশে ফুলের ডালি নিয়ে কুমারীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।
আলোকচিত্র: *Kitami Tomomi*

বিস্তৃত-- দক্ষিণে ওড়িশা, পূর্বে আরাকান ও চট্টগ্রাম, উত্তর-পশ্চিমে কাঠমান্ডু, আর কেন্দ্রে গৌড়। এই পারস্পরিক যোগাযোগের সারাংশিক ভূমিকা গ্রহণ করছিল কাব্য ও সংগীত। দ্বিজ শ্রীধরের *বিদ্যাসুন্দর*-এর দুটো পুথি যে নেপালে তৈরি হল, আর দুটোর মধ্যে একটাতে মৌলিকগীতি থেকে নাটকের আকারে পরিবর্তন ঘটল, থিবো দুবের-এর সিদ্ধান্তে সেই কথার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে, নেপালে প্রাপ্ত বাংলাভাষী পুথিগুলো, কোনো মতেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মত জিনিস হতে পারে না। কাঠমান্ডুতে পাওয়া পুথিগুলোর মধ্যে অন্তত কয়েকটাতে তো মধ্যকালীন বাংলার সবচেয়ে পুরানো আকার সংরক্ষিত আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'ভাবনগর'-পত্রিকার আগের সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে লিখলাম যে, কাঠমান্ডু উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তের পাহাড়ে অবস্থিত গ্রাম 'ফারপিংগ' (Pharping)-এ প্রতিবর্ষ অনুষ্ঠিত 'কার্তিক নাচ' উৎসবে মল্লকালীন দরবারী নাটকসমূহের প্রদর্শন হয়। ওখানকার পরম্পরাগত ২১টা নাটকের মধ্যে, বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে নেপালের কাঠমান্ডুতে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের কার্তিকনাচ প্রদর্শন থেকে দুটো ছবি দিলাম। উল্লেখ্য, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রোগ্রামটা *বিদ্যাসুন্দর* ছিল না, ছিল ভিন্ন একটা নাটক "লক্ষ্মীপ্রিয়া"র অভিনয়। আসলে, ফারপিংগ-এর কার্তিকনাচের অনুষ্ঠানের নাটকগুলো সাধারণত হিন্দু দেবদেবীদের পুরাণকথাগুলোর ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। কিন্তু 'লক্ষ্মীপ্রিয়া'-নাটকের কাহিনীটি ব্যতিক্রমীভাবে কোনো হিন্দু পুরাণে আধারিত গল্প নয়। এই কাহিনীটি কয়েকটি গল্প একত্রে জড়ো করে বানানো নতুন

কার্তিক নাচ অভিনয়ের সময় মন্ত্রীর দণ্ডমঞ্চে মৃত্যুদণ্ডের বিলাপ দৃশ্যে।
আলোকচিত্র: Kitami Tomomi

নির্মাণ করা বলে মনে হয়। মোট কাহিনীর আকারটা অন্য হলেও, মাঝখানের দুটো ছোট ছোট দৃশ্য *বিদ্যাসুন্দর*-এর সংগে তুলনীয়:

(১) পরদেশী মন্ত্রী মালিনীর সাহায্যে স্ত্রীর ছদ্মবেশে শাড়ি পরে পুরুষদ্বেষী কুমারীর অন্তঃপুরে গোপনে প্রবেশ করেন। (শ্রীধরের রচনার এক জায়গায় সুন্দর-কুমারের স্ত্রীবেশের কথা আছে।)

(২) রাজার আজ্ঞানুসার কোটাল দ্বারা মন্ত্রীকে ধরে দণ্ডমঞ্চে নিয়ে যাওয়া। মন্ত্রী দ্বারা নিজের মৃত্যুদণ্ড ও রাজার কুশাসনের উপরে বিলাপ।

আমার অনুমান যে, 'লক্ষ্মীপ্রিয়া'-র এই দুটো দৃশ্যের আইডিয়াটা হয়তো পুরানো *বিদ্যাসুন্দর* নাটক থেকে ধার নেওয়া।

শেষে, এই প্রবন্ধের আরম্ভে উদ্ধৃত 'চৌর-পঞ্চাশিকা'-র পদটাকে, দ্বিজ শ্রীধর কেমন বাংলায় অনুবাদ করেন, দেখুন নেপালী পুথিতে-

> āji-ho kanaka-campā, jene rūpavati, / tanu-romarāji mukhi, kamala-adhipati, //
> cintiyā āchilo suyā, madana arāse, / pramāda guniyā vidyā, uthilo tarāse, //

আজিহো কনকচম্পা, জেহ্নে রূপবতী, / তনু-রোমরাজি মুখী কমল[৪]-অধিপতি॥
চিন্তিয়া আছিলো সুয়া, মদন অলসে, / প্রমাদ গুনিয়া বিদ্যা, উঠিলো তরাসে॥

৪ এখানে 'মুখ-কমল'-এর ভ্রষ্টআকার মনে হয়।

নেপালের কাঠমান্ডু ভক্তপুরের ন্যাতাপোলা (পার্বতী দেবীর পাঁচ তলা মন্দির)

'চৌর-পঞ্চাশিকা' থেকে আরেকটা পদ, শ্রীধরের নেপালী *বিদ্যাসুন্দর*-পুথিতে পাওয়া যায়-

adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalākṣīṃ paśyāmi pīvara-payodhara-bhāra-khinnām /
sampīḍya bāhu-yugalena pibāmi vaktram unmattavan-madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam //

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলাক্ষীং পশ্যামি পীবর-পয়োধর-ভার-খিন্নাম্।
সম্পীড্য বাহু-যুগলেন পিবামি বক্ত্রম্ উন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টম্॥

শ্রীধরের বাংলা অনুবাদ-

āji punarapi vidyā, kamala nayāni / dekho pina-payodhara, bhare tanu-khini //
vāhu yuga bhiri cumva, deho tāro mukhe, / kamala bhamala madhu, piye jehne sukhe, //[৫]

আজি পুনরপি বিদ্যা, কমল নয়নী / দেখো পীন-পয়োধর, ভরে তনুক্ষীণী॥
বাহু-যুগ ভিরি চুম্ব, দেহো তার মুখে, / কমল ভমর মধু, পিয়ে যেহ্নে সুখে॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই প্রবন্ধ লেখার সময় সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞ সাইমন জাকারিয়া ও থিবো দুবের-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।— মাকোতো কিতাদা

---

৫ The first verse is the Bengali translation of the third verse of the Caurapancāśikā in Tadpatrikar's edition:
adyāpi tāṃ yadi punaḥ kamalākṣīṃ paśyāmi pīvara-payodhara-bhāra-khinnām /
sampīḍya bāhu-yugalena pibāmi vaktram unmattavan-madhukaraḥ kamalaṃ yatheṣṭam //

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ শরীফ (শরীফ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ): "বিদ্যাসুন্দরের কবি : দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান", *সাহিত্য পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (১৩৬৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলা বিভাগ : ৭৭ - ১৩৫

মদনমোহন গোস্বামী (সঙ্কলিত) : "ভারতচন্দ্র", সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী ১৯৬১

d'Hubert, Thibaut 2018: *In the Shade of the Golden Palace. Ālāol and Middle Bengali Poetics in Aarakan.* Oxford University Press, New York.

Kitada, Makoto 2019: "Bengali drama from Nepal. Vidyāvinoda. A romanized text based on the manuscript. Report on the research of dramatic manuscripts written in Nepal of the Malla dynasty" published online in OUKA (Osaka University Knowledge Archive) <http://hdl.handle.net/11094/71692 >.

Kitada, Makoto 2020: "Traditional Theater in Nepal. An Exposition of Kārtik Nāc, the Drama Festival in Pharping Village, with an Edition of Pārijātaharaṇa." In: Carmen Brandt & Hans Harder (eds): *Wege durchs Labyrinth: Festschrift zu Ehren von Rahul Peter Das.* Heidelberg/Berlin: CrossAsia-eBooks. DOI: https://doi.org/10.11588/xabooks.642

Kitada, Makoto 2021a: "The drama Vidyāvinoda by poet Śrīdhara found in Nepal. Probably the earliest Bengali version of the Vidyāsundara story" published online in OUKA (Osaka University Knowledge Archive) <http://hdl.handle.net/11094/78806>

Kitada, Makoto 2021b: "NGMPP No. G 129/4. Another version of Śrīdhara's Vidyāsundara play from Nepal. Part I, II, III" published online in OUKA (Osaka University Knowledge Archive) <http://hdl.handle.net/11094/79019>